DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ৭

রহস্যময় ধনভান্ডার

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন ইনশাআল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হুযুর পুরনূর ﷺ দরূদ পাঠকের মুখমণ্ডলে চুমু দিলেন	৩
বয়ান শুনার আদব	৪
এতিমদের দেওয়াল	৬
অমূল্য গুপ্তধন	৭
সাতটি শিক্ষণীয় লাইন	৮
মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হাসা	১০
জাহান্নামের ভয়াবহতা	১১
জাহান্নামের ভয়ানক আহার	১২
মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিলো	১৩
চেহারা এবং বুক আছড়াচ্ছিলো	১৪
জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত	১৪
আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার!	১৫
উচ্চ দালানের কাহিনী	১৬
আমাদের অহেতুক চিন্তাধারা	১৭
দুইটি ভয়ানক জিনিস	১৮
উঁচু দালান বিশিষ্ট লোকদের পরিণতি	১৮
দুনিয়া মন লাগনোর স্থান নয়	২০
আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে নাও। কেননা, তাঁর দয়া অসীম	২২
খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল	২৩
তথ্যসূত্র	৩০

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রহস্যময় ধনভান্ডার(১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি নিজের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

হুযুর পুরনূর ﷺ দরূদ পাঠকের মুখমণ্ডলে চুমু দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শোয়ার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা যখন দরূদ শরীফ পড়ে রাতে শুয়ে পড়লাম, তখন আমার ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

---

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বৃহস্পতিবার রাত (১০-৫-১৪১৮ হিজরি) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই বয়ান, আরব আমিরাত থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে দুই স্থানে সম্প্রচারিত হয় এবং সেখান থেকে মুস্তফাবাদ, মন্ডি ফারুকাবাদ, শায়খুপুরা, শাকারগড়, উকাড়া, জিয়া কোট এবং ছিচা ওয়াতানীতে সম্প্রচারিত হয়, যেখানে হাজার হাজার ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন উক্ত বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে, সংশোধন ও সংযোজন সহকারে লিখিত আকারে তা পেশ করা হলো। **--- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

আমি যে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ সালাম পড়ে থাকি, ঐ **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: "তোমার ঐ মুখ যার দ্বারা তুমি আমার উপর দরূদ পাঠ করে থাকো, তা আমার নিকটবর্তী করো, যাতে আমি এতে চুমু দিতে পারি।" এটা শুনে আমার বড়ই লজ্জা হলো। আমি কিভাবে নিজের মুখ (অর্থাৎ গাল) **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারকের নিকটবর্তী করবো। আমি আমার মুখ (অর্থাৎ গাল) **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী করে দিলাম আর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে তাতে চুমু দিলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন সম্পূর্ণ ঘরে সুগন্ধ বিরাজ ছিলো এবং আমার মুখমন্ডল আট দিন পর্যন্ত খুবই সুগন্ধময় ছিলো।

(আল কাওলুল বদী, ২৮১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করুন। কেননা, এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, আঙ্গুল দিয়ে জমিনে উপর খেলা করতে করতে, পেশাক, শরীর অথবা চুল কিংবা দাঁড়ি ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

কথা-বার্তা বলতে বলতে অথবা ঠেক লাগিয়ে শুনলে বা অর্ধেক বয়ান শুনে চলে যাওয়ার কারণে তার যে বরকত সমূহ রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অমনোযোগিতার সাথে কোরআন এবং সুন্নাতের কথা শুনা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য নয়। সূরা আম্বিয়ার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ﴿۲﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, অলিয়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বায়েছে খাইর ও বরকত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফেজ ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজুমায়ে কোরআন "কানযুল ঈমান" এ তার অনুবাদ কিছুটা এভাবে করেছেন: "যখন তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন তারা সেটা শুনে না, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে, তাদের অন্তর খেলাধুলায় পড়ে রয়েছে।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

এতিমদের দেওয়াল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রসিদ্ধ কোরআনী ঘটনা, যা ১৫তম পারা থেকে শুরু হয়ে ১৬তম পারায় শেষ হয়েছে। এতে এটাও রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একটি শহরে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানকার অধিবাসীরা ঐ বুযুর্গদ্বয়ের মেহমানদারীও করলো না এবং খাবারও পেশ করলো না। হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সেখানে একটি পুরাতন দেওয়ালে যা পতিত হবার উপক্রম ছিলো, সেটিকে ঠিক করে দিলেন। এই ধরণের লোক যারা পানি পর্যন্ত দেয়নি, তাদের দেওয়াল ঠিক করে দেওয়ার বিষয়টি আশ্চার্য্যজনক ছিলো। এজন্য হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে বললেন: “আপনি যদি চাইতেন ঐ সব লোকদের কাছ থেকে কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।” হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: “এটা দুইজন এতিমের দেওয়াল, যারা হলো একজন নেককার পরহেজগার লোকের সন্তান আর এটির নিচে গুপ্তধন রয়েছে। যদি দেওয়াল পড়ে যেতো, তাহলে গুপ্তধন প্রকাশ হয়ে যেতো এবং লোকেরা নিয়ে যেতো। সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করছেন যে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

ঐ ছেলেরা যুবক হয়ে গুপ্তধন বের করে নিবে। তাদের পরহেজগার পিতার উছিলায় তাদের উপরও দয়া হয়েছে।" মুফাস্সীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বলেন: "এ পরহেজগার ব্যক্তি ঐ ছেলেদের সপ্তম অথবা দশম স্তরে গিয়ে পিতা হচ্ছিলো।"

(তাফসীরে সা'বী হতে সংক্ষেপিত, তাফসীরে সাবী, ৪র্থ খন্ড, ১২১১-১২১৩ পৃষ্ঠা)

অমূল্য গুপ্তধন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে তাদের পিতার নেকীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ছেলেদের নিজেদের নেকীর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের পিতা নেককার এবং পরহেজগার ছিলেন। তাই তার অমূল্য গুপ্তধন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষের নেক কাজের কারণে তার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের মধ্যে সংশোধন করে দেন আর তাঁর বংশ এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তার হিফাযত করেন আর তারা সবাই **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপদে থাকে।" **(তাফসীরে দূররে মনছুর, ৫ম খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)** সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন; **সুলতানে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** একজন সৎ (অর্থাৎ পরহেজগার) মুসলমানের বরকতে তার প্রতিবেশীর ১০০টি ঘরের অধিবাসীদের বিপদাপদ দূর করে দেন।" **(মুজাম আওসাত, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪০৮০)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! নেককারদের নিকটবর্তী থাকার মধ্যেও উপকার পাওয়া যায়। **(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৭ পৃষ্ঠা)**

সাতটি শিক্ষণীয় লাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, নেককার লোকদের বরকতে তাদের সন্তান, বরং প্রতিবেশীদেরও উপকার লাভ হয়ে থাকে। তাই পরহেজগার লোক কত উচ্চ মানের ব্যক্তি হয়ে থাকেন যে, তার ফয়েজ ও বরকত দ্বারা জানি না কত লোক ধন্য ও পরিপূর্ণ এবং লাভবান হয়ে থাকে। এখানে যে অমূল্য গুপ্ত ধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনা সূরা কাহাফ পারা ১৬ আয়াত ৮২ তে এভাবে রয়েছে:

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সেটার নিচে তাদের গুপ্ত ধনভান্ডার ছিলো এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলো।

এই পবিত্র আয়াতের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: সে গুপ্তধন স্বর্ণের একটি তক্তা সম্বলিত ছিলো এবং সেটার উপর সাতটি শিক্ষা মূলক লাইন অংকিত ছিলো:

(১) ঐ ব্যক্তির অবস্থা বড়ই আশ্চার্য্যজনক, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হেসে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

(২) ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চার্য্য বোধ হয়, যে দুনিয়াকে অস্থায়ী স্বীকার করা সত্ত্বেও এতে সন্তুষ্ট ও ব্যস্ত এবং ডুবে রয়েছে।

(৩) ঐ ব্যক্তির প্রতি আশ্চার্য্য লাগে, যে তাকদীরের উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও দুনিয়ার (নেয়ামত) না পাওয়ার কারণে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

(৪) কত আশ্চার্য্যজনক ঐ ব্যক্তি, যার বিশ্বাস হলো, কিয়ামতের দিন বিন্দু বিন্দু পরিমাণ জিনিসের হিসাব দিতে হবে তা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধন-সম্পদ জমা করার ধ্যানে মগ্ন রয়েছে।

(৫) আশ্চার্য্য বোধ হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে জাহান্নামকে অত্যন্ত কঠিনতর শাস্তির স্থান স্বীকার করা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বিরত থাকে না।

(৬) আশ্চার্য্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে **আল্লাহ্ তাআলা**কে চিনার পরেও অন্যের আলোচনা করে থাকে।

(৭) আশ্চার্য্য বোধ হয় ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এটা জানে যে, জান্নাতে নেয়ামত আর নেয়ামত রয়েছে। তারপরও দুনিয়াবী সুখ-শান্তিতে হারিয়ে গেছে। এভাবে ঐ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চার্য্যজনক, যে (ব্যক্তি) শয়তানকে প্রাণ এবং ঈমানের শত্রু জানা সত্ত্বেও তার অনুসরণ করে। **(আল মোনাব্বিহাত আলাল ইস্তিদাদ, ৮৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

মৃত্যুকে নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও হাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুই এতিমের অমূল্য গুপ্তধনের উপর ঐ সাতটি লাইনের রহস্যময় ধনভান্ডারও খুবই শিক্ষণীয়। এই রহস্যময় ধনভান্ডার আমাদেরকে শিক্ষার সুগন্ধিময় মাদানী ফুল পেশ করছে। বাস্তবেই মৃত্যুকে বিশ্বাসকারীদের হাসা বড়ই আশ্চার্য্যজনক। দুনিয়াকে অস্থায়ী মানা সত্ত্বেও এতে খুশি থাকা অবাক হওয়ার মতো বিষয়। তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও দুনিয়ার সম্পদ না পাওয়ার উপর অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে আহাজারি করা বড়ই আশ্চার্য্যজনক। সম্পদ যত বেশি মুসিবতও তত বেশি। কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ বেশি দিতে হবে। এই সব বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও সবসময় এই চিন্তায় মগ্ন থাকা যে, কিভাবে সম্পদ বাড়ানো যাবে, এখানে ব্যবসা রয়েছে তবে সেখানেও কিভাবে শাখা খোলা যায়। এরকম চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া লোকদের প্রতি কেন আশ্চার্য্য হবে না, যখন তার জানা আছে যে, কিয়ামতের দিন, আমাকে প্রতিটি বিষয়ের বিন্দু বিন্দুর হিসাব দিতে হবে। তারপরও সে এত সম্পদ কেন একত্রিত করছে? ধন-সম্পদের লোভীদের শিক্ষণীয় পরিণতি থেকে তার কেন শিক্ষা অর্জন হচ্ছে না? কাল কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড রোদে দাড়াঁনো অবস্থায় ধন-সম্পদের হিসাব কিভাবে দিবে?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

জাহান্নামের ভয়াবহতা

ঐ বান্দাও কতই আশ্চার্য্যজনক, যে এটা জানে, জাহান্নাম অত্যন্ত কঠিনতম শাস্তির জায়গা, এরপরও গুনাহে লিপ্ত হয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামকে যদি সূঁচের ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেয়া হয়, তাহলে সকল দুনিয়াবাসী সেটির প্রচন্ড গরমে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(মুজাম আওসাত, ২য় খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৩)

জাহান্নামবাসীকে যে পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে তা এত মারাত্মক যে, যদি সেটির এক বালতি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে যাবে। শস্যও উৎপন্ন হবে না এবং ফল-ফলাদীও উৎপন্ন হবে না। জাহান্নামের সাপ এবং বিচ্ছু খুবই ভয়ংকর। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছেঃ "জাহান্নামে অনারবী উটের গর্দানের মত বড় বড় সাপ হবে, যেগুলো জাহান্নামীদেরকে দংশন করতে থাকবে, এগুলো এমন বিষধর হবে যদি একবার দংশন করে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষের কষ্ট যাবে না এবং লাগাম লাগানো খচ্চরদের সমান বড় বড় বিচ্ছু জাহান্নামীদেরকে হুল ফোটাতে থাকবে। একবার হুল ফোটানোর কষ্ট চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৭২৯) তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ "জাহান্নামে 'ছউদ' নামক একটি আগুনের পাহাড় রয়েছে, যার উপর কাফের জাহান্নামীদেরকে ৭০ বছর পর্যন্ত আরোহন করানো হবে।

www.dawateislami.net

অতঃপর উপর থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হবে। তখন সে ৭০ বছরে নিচে পৌছাবে। এভাবে সর্বদা আযাব চলতে থাকবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮৫) জাহান্নামের এমন এমন ভয়ংকর শাস্তির আলোচনা শুনার পরও যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, তার প্রতি বাস্তবেই আশ্চর্য বোধ করার কথা! অবশেষে মানুষকে এই দুনিয়া কি দিয়ে দিবে যেই এর চাকচিক্যে হারিয়ে গেছে, এর লুটপাটে ব্যস্ত রয়েছে।

জাহান্নামের ভয়ানক আহার

সুস্বাদু খাবার মজা করে আহারকারীদের জাহান্নামের ভয়াবহ আহারকে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে; জাহান্নামবাসীর উপর প্রচণ্ড ক্ষুধা অর্পণ করা হবে, এই ক্ষুধা এ সমস্ত শাস্তির সমান হয়ে যাবে, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে। তারা ফরিয়াদ করবে তখন তাদেরকে আগুনের কাটা বিশিষ্ট খাবার দেওয়া হবে, যেগুলো না মোটা করবে, না ক্ষুধা নিবারণ করবে। অতঃপর তারা খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে গলায় আটকে যাওয়া খাবার দেওয়া হবে। তখন তাদের স্মরণ আসবে যে, (দুনিয়ার মধ্যে) এই ধরণের খাবার গ্রহণের সময় তারা পানি পান করতো। সুতরাং তারা পানি চাইবে, তখন তাদেরকে লোহার বালতি থেকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে। যখন তা তাদের মুখের নিকটে আসবে,

www.dawateislami.net

তখন তা তাদের মুখ ঝলসে দেবে। অতঃপর যখন তাদের পেটে প্রবেশ করবে, তখন তাদের পেটের প্রত্যেক জিনিসকে কেটে ফেলবে। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদিস- ২৫৯৫)

অন্য একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "যাক্কুম অর্থাৎ একটি কাঁটাদার বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে। এর একটি ফোঁটা যদি দুনিয়ায় টপকে পড়ে তাহলে দুনিয়াবাসীর খাবার এবং পান করার সমস্ত জিনিসকে (তিক্ত ও দূর্গন্ধময় করে) নষ্ট করে দিবে।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৩২৫) আহ! জাহান্নামের এমন ভয়ানক শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গুনাহে এত উৎসাহিত কেন?

মিথ্যুকের চোয়াল আলাদা করা হচ্ছিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে প্রকম্পিত হোন! আর নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করুন! **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো এবং বললো: চলুন! আমি তার সাথে চলতে লাগলাম। আমি দুইজন ব্যক্তিকে দেখলাম। তাদের মধ্যে একজন দাঁড়ানো এবং একজন বসা ছিলো। দাঁড়ানো ব্যক্তির হাতে লোহার দন্ড (যেটার এক প্রান্ত বাঁকা থাকে) ছিলো। যেটা সে বসা ব্যক্তির এক চোয়ালে প্রবেশ করিয়ে সেটাকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত আলাদা করে দিতো। অতঃপর লোহার দন্ড বের করে দ্বিতীয় চোয়ালের ভিতর প্রবেশ করিয়ে আলাদা করে দিতো।

www.dawateislami.net

এরই মধ্যে প্রথমোক্ত চোয়াল নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতো। আমি আনয়নকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটা কে? সে বললো: সে হলো মিথ্যুক ব্যক্তি, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে এই শাস্তি দেয়া হবে। (মাসাভিল আখলাক, লিল খারায়িতি, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩১)

চেহারা এবং বুক আছড়াচ্ছিলো

মিরাজের রাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যারা তামার নখ দ্বারা নিজেদের চেহারা এবং বুক আছড়াচ্ছিলো। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিজ্ঞাসা করার ফলে উত্তরে বলা হয়েছে: এই লোকগুলো মানুষের মাংস ভক্ষণকারী। (অর্থাৎ গীবতকারী) এবং লোকদের সম্মান বিনষ্টকারী ছিলো।

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৭৮)।

জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। অতি শীঘ্রই আমাদের নিঃশ্বাস এর মালা ছিড়ে যাবে এবং আমাদেরকে নিয়ে গর্বকারীরা আমাদেরকে নিজেদের কাঁধে বহন করে নির্জন কবরস্থানের দিকে রাওয়ানা দিবে। আহ! আমাদের সমস্ত আকাংখা মাটির সাথে মিশে যাবে। আমাদের রক্ত ঘামের উপার্জন আমাদের সাথে যাবে না, আর আমাদের তা কোন কাজেও আসবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

বেওয়াফা দুনিয়া পে মত কর এতেবার, তু আছানক মওতকা হোগা শিকার।
মওত আকর হি রহেগী ইয়াদরাখ! জান জাকর হি রহেগি ইয়াদ রাখ!
গর জাহামে ছ বরছ তুজি ভীলে, কবর মে তনহা কিয়ামত তক রহে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১১ পৃষ্ঠা)

আহ! ভবিষ্যতের ডাক্তার!

সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) এর মেডিকেল কলেজের সমাপনী বর্ষের একজন মেধাবী ছাত্র নিজের বন্ধুর সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে পৌছে তার বন্ধু নদীতে সাঁতার কাটতে নামলো। হঠাৎ ডুবতে লাগলো। ভবিষ্যতের ডাক্তার তাকে বাঁচানোর জন্য আবেগে এসে পানিতে লাফ দিলো। কিন্তু সেও সাতার কাটতে জানতো না। সুতরাং নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যের কথা যে, তার বন্ধু কোন মতে বের হবার মধ্যে সফল হয়ে গেলো। কিন্তু আফসোস! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারা ডুবে গেলো এবং মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো। মা-বাবার বার্ধক্যের শেষ সম্বল পানির তরঙ্গের মাঝে বলি হয়ে গেলো। পিতা-মাতার সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলো না আর ঐ বেচারা মেধাবী শিক্ষার্থী **M.B.B.S** এর ফাইনাল পরীক্ষার ফল হাতে আসার পূর্বেই কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মিলে খাক মে আহলে শা কেইসে কেইসে,
মকি হুগেয়ে লামকা কেইসে কেইসে।
হুয়ে নামওয়ার বেনিশা কেইসে কেইসে,
যমী খা গেয়ি নওজোয়া কেইসে কেইসে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হে।

উচ্চ দালানের কাহিনী

হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ মারকদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় সুউচ্চ দালানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: "হে সুউচ্চ দালান! ঐসব লোক কোথায় যারা তোমাদের কে নির্মাণ করেছে! আর ঐসব লোক কোন দিকে গেলো যারা সর্বপ্রথম তোমাদেরকে আবাদ করেছে। ঐসব লোক কোন স্থানে লুকালো, যারা সর্বপ্রথম তোমাদের মধ্যে বসবাস করতো? ঐ সুউচ্চ দালান কি উত্তর দেবে! অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ প্রকাশিত হলো: "যে সব লোক প্রথমে এই দালানে থাকতো, তাদের নাম নিশানা মুছে গেছে। এখন তাদের নাম নেয়ার জন্য কেউ অবশিষ্ট নেই। তাদের শরীর মাটিতে মিশে গেছে এবং তাদের আমল তাদের গলার হার হয়েছে। (আল মুনাব্বিহাত আলাল ইস্তিদাদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

উঁচে উঁচে মকান থে জিন কে, তনগ কবরো মে আজ আন পড়ে।
আজ উহ হে নাহে মকা বাকি, নাম কো ভি নেহি হে নিশান বাকি।

www.dawateislami.net

আমাদের অহেতুক চিন্তাধারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ওয়ালাদেরও কি সুন্দর মাদানী চিন্তাধারা হয়ে থাকে, তারা সুউচ্চ দালান দেখে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে থাকেন। আর অন্য দিকে আমরা যদি বড় দালান, কারখানা এবং বিল্ডিং দেখি, তবে আরো উদাসীনতার স্বীকার হয়ে যায়। ঐ দালানগুলোর দিকে ঈর্ষার চোখে দেখে থাকি, ঐগুলোর সাজ-সজ্জার পরিদর্শণ করে থাকি। এগুলোর সাজ সজ্জার প্রতি বারবার দেখি। এটার স্থায়িত্বের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে থাকি। এগুলোর বাজার মূল্য সম্পর্কে অনুমান করে থাকি। আর জানি না আমরা কত অহেতুক চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যাই। হায়! আমাদেরও যদি মাদানী চিন্তাধারা নসীব হয়ে যেতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইরা! যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া পাওয়ার জন্য আজ আমরা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হচ্ছি তার না আছে স্থায়ীত্ব, না আছে স্থিরতা। সেটির প্রকাশ্য রং-ডং ও সজীবতার উপর প্রেমিক লোকেরা! স্বরণ রাখুন!

গরচে যাহের মে মিছিলে গোল হে,
পর হাকিকত মে খার হ্যায় দুনিয়া।
এক জোঁকে মে হ্যায় ইদহর ছে উদহর,
চার দিন কি বাহার হ্যায় দুনিয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

দুইটি ভয়ানক জিনিস

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে সব বিষয়ে আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করছি, ঐগুলোর মধ্যে অধিক ভয়ানক হলো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা-আকাংখা। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সত্য থেকে বিমুখ করে দেয় এবং দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভূলিয়ে দেয়। এই দুনিয়া দ্রুত গতিতে চলে যাচ্ছে আর আখিরাত দ্রুত গতিতে আসছে। ঐ দু'টির মধ্যে (দুনিয়া এবং আখিরাত) প্রত্যেকটির বংশধর (অর্থাৎ তালাশকারী) রয়েছে। যদি তোমরা এটা করতে পারো, যে দুনিয়ার তালাশকারী হয়ো না তাহলে সেটাই করো। কেননা, আজ তোমরা আমলের ময়দানে রয়েছো। যেখানে হিসাব নেই আর আগামীতে তোমরা আখিরাতের ঘরে থাকবে, সেখানে আমল (করার সুযোগ) থাকবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৬১৬)

উচুঁ দালান বিশিষ্ট লোকদের পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং দীর্ঘ আশা-আকাংখার ধ্বংসলীলা বর্তমানে আমাদের সামনে স্পষ্ট। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকের আধিক্য সর্বত্র বিরাজ করছে। যাকে দেখবেন দুনিয়ার ভালবাসায় আত্মতৃপ্তি লাভ করতে দেখা যাচ্ছে, আখিরাতের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী মানুষ খুবই কম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সবাই দুনিয়ার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত রয়েছে, এই চিন্তায় রয়েছে যে, যতো পারে ধন সম্পদ জমা করতে থাকে। যথাসম্ভব সার্টিফিকেট অর্জন করো। যথাসম্ভব দুনিয়ার প্লট অর্জন করতে ব্যস্ত। হে দুনিয়ার মধ্যে উঁচু উঁচু দালান পাওয়ার আশাবাদীরা! একটু অন্তরের কান দিয়ে শুনো। পবিত্র কোরআন কি বলছে! পবিত্র কোরআনুল করিমের ২৫ পারার সূরা দুখান আয়াত ২৫ থেকে ২৯ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوْنٍ ﴿۲۵﴾ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِیْمٍ ﴿۲۶﴾ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِیْهَا فٰكِهِیْنَ ﴿۲۷﴾ كَذٰلِكَ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ﴿۲۸﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِیْنَ ﴿۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা কত বাগান ও প্রসবণই ছেড়ে গেছে! এবং ক্ষেত ও উত্তম বাসস্থান সমূহ এবং নেয়ামত সমূহ যেগুলোর মধ্যে তারা আনন্দিত ছিলো। আমি অনুরূপই করেছি এবং সেগুলোর উত্তরাধিকারী অন্য সম্প্রদায়কে করে দিয়েছি। সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

দুনিয়া মন লাগানোর স্থান নয়ঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা চিন্তা করেছেন! সু-উচ্চ দালান নির্মাণকারী, সুন্দর বাগান প্রস্তুতকারী, শস্য-শ্যামল ক্ষেত উৎপাদনকারী ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আর তাদের রেখে যাওয়া সম্পদকে, অন্যদেরকে মালিক করে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য না জমিন কান্না করেনি এবং না আসমান। না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে। অতএব, এখন তারা রয়েছে আর তাদের আমল। সুতরাং এই দুনিয়া শিক্ষা ও শিক্ষা অর্জন করার স্থান।

জাহা মে হে ইবরত কে হারছু নো মুনে, মাগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ওয়া বু নে।
কভি গওর ছে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে, জু আবাদ থে ওহ মাকাম আব হে ছুনে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
মিলে খাক মে আহলে শা কেইছে কেইছে, মকি হুগেয়ে লামকা কেইছে।
হুয়ে নামওয়ার বেনিশা কেইছে কেইছে, জমি খা গেয়ী নওজোয়া কেইছে কেইছে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
আজল নে না কিসরাহি ছোড়া নাদারা, উছিছে সিকান্দর সা ফাতেহ ভি হারা।
হার এক লেকে কিয়া কিয়া না হাছরত সিদহারা, পড়া রেহগেয়া সব ইউহি ঠাটসারা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এহি তুজকোদুন হ্যায় রহো সবছে বালা, হো যীনত নিরালী হো ফ্যাশন নিরালা।
জিয়া করতাহে কিয়া ইউহি মরনে ওয়ালা, তুজে হুসনে জাহেরনে ধোকেমে ডালা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
ওহ হ্যায় আইশ ওয়া ইশরত কা কুয়ি মহল ভি, জাহা তাকমে হার ঘড়ি হু আজলভি।
ব্যস আব আপনে ইছ জহল ছে তু নিকল ভি, ইয়ে জিনে কা আন্দায আপনা বদলভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
না দিলদাদাহ শের গোয়ী রহেগা, না গরবিদায়ে শুহরাজুয়ী রহেগা।
না কুয়ী রহা হ্যায় না কুয়ী রহেগা, রহেগা তো জিকির নেকুয়ী রহেগা।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
যব ইছ বজম ছে উঠগেয়ে দুস্ত আকছর, আওর উঠতে চলে জারহে হ্যায় বরাবর।
ইয়ে হার ওয়াক্ত পেশে নজর জব হ্যায় মনজর, ইহাপর তেরা দিল বহলতা হে কিউকর।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
জাহা মে কাহি শোরে মাতম বাপা হে , কাহি পাক্বর ও পাক্বে সে ওহ ওয়া বুকা হে ।
কাহি শিকওয়ায়ে জোর ও মকর ও দাগা হে, গরজ হার তরফ ছে ইয়েহি ব্যস ছদা হে।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
তুঝে পেহলে বাচপননে বরছু খিলায়া, জাওয়ানি নে পের তুজকো মজনু বানায়া।
বুড়াহ পেনে পির আকে কিয়া কিয়া সাতায়া, আজল তেরা করদেগী বিলকুল চাপায়া।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

www.dawateislami.net

বুড়হাপে ছে পাকর পয়ামে কাযা ভি, না ছুকা না চিতা না ছুনবলা জরা ভি।
কুয়ি তেরী গফলত কি হ্যায় ইনতে হা ভি, জুনু কব তলক? হোশমে আপনে আভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।
ইয়ে ফানী জাহা হ্যায় মুসলমা তুজকো, করেগী ইয়ে দুনিয়া পেরেশান তুঝকো
ফাসা দেগী মরকদ মে নাদান তুঝকো, করেগী কিয়ামত মে হয়রান তুঝকো।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হ্যায়,
ইয়ে ইবরত কি জাহে তামাশা নেহি হ্যায়।

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে নাও। কেননা, তাঁর দয়া অসীম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শোরগোল পড়ে যায় যে, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে! এখন তাড়াতাড়ি গোসল প্রদানকারীকে ডাকো। সুতরাং গোসল প্রদানকারী তক্তা নিয়ে চলে আসছে। গোসল দেয়া হচ্ছে, কাফন পরিধান করানো হচ্ছে। অতঃপর অন্ধকার কবরে শায়িত করা হবে, এরপূর্বে মেনে নিন! তাড়াতাড়ি তাওবা করে নিন!

করলে তাওবা রব কি রহমত হ্যায় বড়ি, কবর মে ওয়ারনা সাজা হুগি কড়ী।
(ওয়াসায়িলে বখ্শিশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাত এর ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত এবং আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

তাজেদারে রিসালাত, শাহান শাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাবারের ৩২টি মাদানী ফুল

✪ পানাহার দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাদ উপভোগ করা যেন না হয় বরং আহারের সময় এ নিয়্যত করুন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদতে শক্তি অর্জনের জন্য পানাহার করছি। ✪ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "মাকতাবাতুল মদীনা" কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ১৬তম অংশ, ১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত আছে; ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া উচিত আর সম্পূর্ণ ক্ষুধা ভরে পানাহার করা মুবাহ অর্থাৎ সাওয়াবও নয়, গুনাহও নয়। কেননা, তার ও বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য হতে পারে যাতে শক্তি বৃদ্ধি পায় আর ক্ষুধার চেয়ে অতিরিক্ত পানাহার করা হারাম। অতিরিক্ত দ্বারা এই উদ্দেশ্য এত বেশি পানাহার করা, যার কারণে পেট খারাপ হওয়ার আশংকা থাকে। যেমন: ডায়রিয়া আক্রান্ত হওয়া এবং স্বাস্থ্য বিস্বাদ হয়ে যাওয়া। (দূররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

✪ ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মধ্যে অনেক উপকারীতা রয়েছে, প্রায় ৮০% রোগ অতিরিক্ত পেট ভরে আহারের কারণে হয়ে থাকে। তাই এখনো ক্ষুধা বাকি থাকাবস্থায় হাত তুলে ফেলুন। ✪ অধিকাংশ দস্তরখানায় বিভিন্ন লাইন লিখা থাকে। যেমন: কবিতা অথবা কোম্পানির ইত্যাদির নাম)এই ধরণের দস্তরখানা ব্যবহার করা, এগুলোর উপর পানাহার করা উচিত নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৬৩ পৃষ্ঠা) ✪ আহারের পূর্বে এবং পরে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) ✪ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আহারের পূর্বে এবং পরে অযু করা (অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া) রিজিকের মধ্যে প্রশস্থতা আনে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৫০১) ✪ খাবার খাওয়ার সময় জুতা খুলে ফেলুন, এতে পা আরাম পায়। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা পানাহার করো, তখন জুতা খুলে ফেলো। কেননা, তা তোমাদের পাদ্বয়ের জন্য শান্তির কারণ।" (মুজাম আওসাত, ২য় খন্ড, ২৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২০২) ✪ আহারের সময় বাম পা বিছিয়ে দিন এবং ডান হাঁটু খাড়া রাখুন অথবা নিতম্বের উপর বসে যান এবং দুই হাঁটু খাড়া রাখুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ২১ পৃষ্ঠা) অথবা দুই পায়ের পিটের উপর দু'জানু হয়ে বসুন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা) ✪ ইসলামী ভাই হোক অথবা বোন সবার জন্য এই মাদানী ফুল হলো; যখন আহার করতে বসবে, তখন চাদর অথবা জামার আস্তিন দ্বারা পর্দার উপর পর্দা অবশ্য করবেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

✪ তরকারি অথবা আচারের পেয়ালা রুটির উপর রাখবেন না। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা) ✪ খালি মাথায় পানাহার করা আদবের পরিপন্থী। ✪ বাম হাত জমিনের উপর ঠেক দিয়ে পানাহার করা মাকরুহ। ✪ মাটির বাসনে পানাহার করা উত্তম। যেই নিজের ঘরে মাটির বাসন তৈরী করে, ফেরেশতারা ঐ ঘর জিয়ারত করার জন্য আসে। (প্রাগুক্ত, ৫৬৬ পৃষ্ঠা) ✪ দস্তরখানায় সবজি থাকলে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা) ✪ শুরু করার পূর্বে এই দোয়াটি পড়ে নিবেন, যদি খাবারে অথবা পানিতে বিষও থাকে তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রভাব ফেলবে না। দোয়াটি হলো:

بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ[১]

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু করছি, যার নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন জিনিস اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষতি করতে পারবে না, হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

(আল ফেরদৌস, ১ম খন্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১০৬)

---

[১] যেই দোয়ায় "یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ" এর স্থলে "وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْم" আছে ঐ দোয়ার ফযীলত "তিরমিযী" এবং "ইবনে মাজাহ"য় এভাবে রয়েছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বান্দা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা ৩ বার এই কলেমা পড়ে: بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْم তাহলে তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।"

(তিরমিযি ৫ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩৯৯। ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮৬৯)

www.dawateislami.net

✪ যদি শুরুতে بِسْمِ اللهِ পড়া ভুলে যান, তাহলে আহারের সময় স্মরণ আসতেই এভাবে পড়ে নেবেন بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ **অনুবাদঃ আল্লাহ্ তাআলার** নামে আহারের শুরু এবং শেষ। ✪ শুরু এবং শেষে লবণ অথবা লবনাক্ত কিছু খাবেন। এর দ্বারা ৭০ টি রোগ দূর হয়ে যায় (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা) ✪ ডান হাত দ্বারা খাবেন। বাম হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করা, পানি পান করা, আদান-প্রদান করা শয়তানের পদ্ধতি। অধিকাংশ ইসলামী ভাই লোকমা ডান হাতে খায় কিন্তু মুখের নিচে বাম হাত রাখে। তখন কিছু দানা এতে পড়ে এবং তা বাম হাতে গিলে ফেলে। এভাবে দস্তরখানায় পতিত দানাগুলো বাম হাতে খেয়ে ফেলে। তাদের উচিৎ ঐ বাম হাতের দানাগুলো ডান হাতে নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করা। ✪ বাম হাতে রুটি নিয়ে ডান হাতে লোকমার জন্য রুটি ছিড়া অহংকার দূর করার জন্য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬৬৯ পৃষ্ঠা) হাত বাড়িয়ে থালা অথবা তরকারীর পেয়ালার ঠিক মাঝখানের উপর করে রুটি এবং পাউরুটি ইত্যাদি ছিড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এভাবে রুটির টুকরা অথবা রুটির কণা অথবা রুটির উপর যদি তিল থাকে তখন তা পেয়ালায় পড়বে। না হয় দস্তরখানায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। (তিল হয়ত সৌন্দর্য্যের জন্য দেয়া হয়। তেল ছাড়া রুটি নেয়া ভাল, যাতে পড়ে নষ্ট হয়ে না যায়) ✪ তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মাঝখানের আঙ্গুল, শাহাদত আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা পানাহার করবেন।

www.dawateislami.net

কেননা, এটা নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সুন্নাত। যদি চাউলের দানা আলাদা আলাদা হয় এবং তিন আঙ্গুলী দ্বারা লোকমা ধরা সম্ভব না হয়, তাহলে ৪ অথবা ৫ আঙ্গুলী দ্বারা খাবেন। ✪ লোকমা ছোট ছোট নেবেন এবং যাতে ছপড় ছপড় আওয়াজ সৃষ্টি না হয়, এই সতর্কতার সাথে এভাবে চর্বন করবেন, যাতে মুখের খাদ্য পাতলা হয়ে যায়। এভাবে করার মাধ্যমে হজমকারী থুথুও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। যদি ভাল ভাবে চর্বন করা ছাড়া গিলে ফেলা হয়, তাহলে হজম করতে পাকস্থলীর অত্যন্ত কষ্ট হবে এবং ফলাফল স্বরূপ বিভিন্ন রোগের সম্মুখীন হতে হবে। তাই দাঁতের কাজ পাকস্থলীর দ্বারা নিবেন না। ✪ প্রত্যেক দুই এক লোকমার পরে "يَا وَاحِدُ" পড়ার কারণে পেটে নূর সৃষ্টি হয়। ✪ পানাহার শেষে প্রথমে মাঝখানের অতঃপর শাহাদত আঙ্গুল এবং শেষে বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চাটবেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহারের পর বরকতময় আঙ্গুলসমূহ তিনবার চাটতেন।[১] ✪ বাসনও চেটে নিন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: আহারের পর যে ব্যক্তি বাসন চেটে থাকে, তখন ঐ বাসন তার জন্য দোয়া করে এবং বলে: "**আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুক, যেমনিভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছো।"[২]

---

[১] (আসসামায়েলুল মুহাম্মাদীয়া লিত তিরমিযী, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩)
[২] (জমউল জাওয়ামে লিস সূয়ূতী, ১ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৫৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: সে বাসন তার জন্য ইস্তিগফার (অর্থাৎ গুনাহ ক্ষমার দোয়া) করে থাকে।[১] ✪ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি (আহারের পর) পেয়ালা (থালা) কে চাটে এবং ধৌত করে পান করে। তার জন্য একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে এবং পতিত টুকরা উঠিয়ে আহার করা জান্নাতী হুরদের মোহর স্বরূপ।[২] ✪ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি খাদ্যের পতিত টুকরো উঠিয়ে খাবে, সে প্রশস্থতার সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং তার বংশধরদের মধ্যে কল্যাণ অব্যাহত থাকবে।"[৩] ✪ আহারের পর দাঁতগুলোকে খিলাল করুন। ✪ আহারের পর শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ সহকারে এই দোয়া পড়ুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ ط **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। ✪ যদি কেউ আহার করায়, তাহলে এই দোয়া পড়বেন: اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِیْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِیْ

---

[১] (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৭১)
[২] (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)
[৩] (প্রাগুক্ত)

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! তাকে আহার করাও যে আমাকে আহার করিয়েছে এবং তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছে। (আল হিসনুল হাসিন, ৭১ পৃষ্ঠা) ✪ খাবার খাওয়ার পর সূরা ইখলাস এবং সুরা কুরাইশ পড়ুন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) ✪ আহারের পর হাঁত সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে মুছে ফেলবেন। ✪ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেনঃ আহরের পর অযু (অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া) পাগলামী রোগকে দূরে রাখে। (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা)

হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য "মাকতাবাতুল মদীনা" কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত, "বাহারে শরীয়াত" ১৬তম অংশ এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "সুন্নাত ও আদাব" হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

লুঠনে রহমতে কাফেলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফেলা মে চলো।
হুগি হাল মুশকিলে কাফলে মে চলো,
খতম হু শাঁমতে কাফেলা মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৮ই রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরি
৩১-১২-২০১৪ইংরেজি

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মজিদ	*****	আল শামায়িলে মুহাম্মদীয়া	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত
তাফসীরে সাবী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
দুররে মনছুর	দারুল ফিকির, বৈরুত	আল হিসনুল হাসিন	আল মাকতাবায়ে আসরিয়া, বৈরুত
খাযাইনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	ইহইয়াউল উলুম	দারে ছদর, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	আল কউলুল বদী	মুআস্সাতুর রাইয়ান, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	আল মুনবিহাত	পেশওয়ার
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুসনাদ ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
মু'জাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
মাসাভিল আখলাক	মুআস্সাতুর কুতুব আসকাফিয়া, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
আল ফিরদৌস বিমাচুরীল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
জমউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	*****	*****

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

এই বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বৃহস্পতিবার রাতে (১০-৫-১৪১৮ হিজরি) আরব আমিরাত থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে প্রদান করেছিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বয়ানটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং-এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

সকল আমলকারীদের সাওয়াব

সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নবিয়্যীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি সত্যপথের দিকে আহ্বান করে সে সকল আমলকারীদের ন্যায় সাওয়াব পাবে, আর এতে আমলকারীদের নিজেদের সাওয়াবে কোন কমতি হবে না, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার সকল পথভ্রষ্ট অনুসারীদের গুনাহের সমপরিমান তার গুনাহ হবে, আর এটা তাদের গুনাহ থেকে কোন কিছু কমাবে না।"

(মুসিলম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৪)

প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে সারা বছর ইবাদতের সাওয়াব এবং ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন মুসলমান **নেকীর দাওয়াত** দিতে থাকে, তখন **আল্লাহ্**র রহমতের সাগরে ঢেউ উঠে। যেমনিভাবে- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: 'একদা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ্!** যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে সৎকাজে আহ্বান করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে তার প্রতিদান কী? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে এক এক বছরের সাওয়াব লিখে দিই, আর তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।' (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রিযিকে বরকতের অনন্য ওযীফা

এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! দুনিয়া আমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমার কি ঐ তাসবীহ স্মরণ নেই, যে তাসবীহ ফেরেশতা এবং সৃষ্টিজগতের, যেটার বরকতে রুজি প্রদান করা হয়। যখন সুবহে সাদিক উদিত (শুরু) হয় তখন এ তাসবীহ ১০০বার পাঠ করো:

"سُبْحٰنَ اللّٰہِ وَ بِحَمْدِہٖ، سُبْحٰنَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ"

দুনিয়া তোমার নিকট অপমানিত হয়ে আসবে।" ঐ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চলে গেলেন। কিছুদিন পর পূনরায় হাজির হয়ে, আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! দুনিয়া আমার নিকট এত বেশি পরিমাণে আসছে, আমি হতবাক! কোথায় উঠাবো, কোথায় রাখবো! (আল খাছায়িছুল কুবরা, ২য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এ তাসবীহ যথাসম্ভব সুবহে সাদিক (শুরু) হওয়ার সাথে সাথে যেন পাঠ করা হয়, নতুবা সকালের আগে, জামাআত যদি শুরু হয়ে যায়, তবে জামাআতে শরীক হয়ে পরে সংখ্যা পূর্ণ করুন। আর যেদিন নামাযের পূর্বে পাঠ করাতে না পারেন, তবে সূর্য উদিত হওয়ার আগেও পাঠ করাতে পারবেন। (মলফুজাতে আ'লা হযরত, ১২৮ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল বাংলা